শ্রী শরদ পাওয়ার
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী
ভারত সরকার, কৃষি ভবন
নয়া দিল্লী – ১১০ ০০১

বিষয় : নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার অধিকার

ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর নিরাপদ খাদ্য যাতে সব নাগরিক পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার দায় সরকারের।

বর্তমানে নানান কারণে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিকের দূষণে জর্জরিত। কিন্তু বহুবিধ পরীক্ষা–নিরীক্ষা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিষাক্ত রাসায়নিক ও জিন পরিবর্তিত ফসল ছাড়াই সুস্থায়ী ও অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত চাষ সম্ভব। জৈব কৃষি ও কীটনাশক মুক্ত ব্যবস্থাপনার মতো পদ্ধতি ও ব্যবস্থা পরিবেশ উন্নয়ন করে, চাষিদের নিট আয় বাড়ায়। এই সব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল এবং পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। তবে প্রকৃতি–পরিবেশ–মানুষের জন্য উপকারী জৈব চাষে সরকারি সুযোগ–সুবিধা, উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রতিনিয়ত আরো বেশি সংখ্যক মানুষ যাতে জৈব চাষের মতো নিরাপদ ও সুস্থায়ী পথ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য একাজে কৃষি মন্ত্রকসহ সরকারের নজর দেওয়া উচিত। আর জৈব পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাষিদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। একই সঙ্গে এই চাষ জনপ্রিয় করতে উপযুক্ত সাহায্য ও অনুদান দেওয়া উচিত।

এই প্রেক্ষিতে এবং নিরাপদ খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করতে আমাদের দাবি:

১. সরকারকে জৈব পরিবেশমুখী ও প্রাকৃতিক চাষ ব্যবস্থাকে প্রচলিত করতে হবে ও উৎসাহ দিতে হবে। এই পদ্ধতির চাষের গবেষণা ও প্রসারের জন্য এবং খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক এবং জিন পরিবর্তিত ফসল দূরে সরিয়ে ফেলতে যথার্থ বিনিয়োগ, চাষিদের সমবায় গঠন, বিকল্প ও সুস্থায়ী চাষ শুরু করার জন্য উৎসাহভাতা ও সাহায্যের বন্দোবস্ত সরকারকে করতে হবে।
২. জৈব খাদ্য নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার জন্য সারা দেশব্যাপী (প্রাথমিকভাবে প্রতি পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্য একটি) বিপণী খুলতে হবে। (একাজে সরকার রেশন দোকানকে ব্যবহার করতে পারে)।
৩. সরকারি খাদ্য প্রকল্পগুলির আওতায় গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলা, সদ্যোজাত ও অন্যান্য শিশুদের বিষমুক্ত খাবার সরবরাহ করতে হবে।
৪. নিরাপদ খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করতে, অন্যান্য দেশে নিষিদ্ধ, ভ্রূণ ও কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক, ক্যানসার সৃষ্টিকারী ও হরমোন নিঃসরণে বাধা দানকারী কীটনাশক এ দেশেও নিষিদ্ধ করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে